লিপি
কলকাতা, শনিবার, ৬ অক্টোবর ২০১৮
Kolkata· Saturday· October 6, 2018
Arthik Lipi, Page 10

তারকেশ্বরে ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার গাড়ির মালিকসহ ৬ দুষ্কৃতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর থানা এলাকায় গাড়ি থামিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতির ঘটনায় ছয় জনকে গ্রেফতার করল তারকেশ্বর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সের আলি মণ্ডল, পার্থ নাগ, রানা ক্ষেত্রপাল, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, এছাড়াও দেবাশিস পাত্র ও সুব্রত মুখার্জী নামে দুই গাড়ির মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে রানা ও ধনঞ্জয়ের বাড়ি আরামবাগ, পার্থ নাগের বাড়ি গোঘাট ও শের আলি, সুব্রত ও দেবাশিসের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানা এলাকায়। সেখ জালালউদ্দিন নামে আরামবাগের এক ব্যবসায়ী গত ২ অক্টোবর মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ কলকাতা বড়বাজারের কাপড়ের দোকান থেকে টাকা নিয়ে একটি গাড়ি করে ড্রাইভার ও এক সঙ্গীকে নিয়ে আরামবাগের বাড়িতে ফেরার পথে রাতে তারকেশ্বর থানার পিয়াসাড়ার আঁকড়গড়িয়া এলাকায় একটি মারুতি গাড়িসহ দুটি গাড়ি পথ আটকায়। দুষ্কৃতীরা ব্যবসায়ীর গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেখ জালালউদ্দিনের মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে টাকার ব্যাগটি কেড়ে নেয়। প্রথমে দিতে না চাইলে মাথায় আঘাত করে দুষ্কৃতীরা। অস্ত্র দেখিয়ে ৯ লক্ষ১১ হাজার ৮০০ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। ব্যাগ নিয়ে দুটি চার চাকা গাড়ি করে চম্পট দেয় ডাকাত দল।

ঘটনার পরেই আরামবাগ গিয়ে থানায় অভিযোগ করেন ব্যবসায়ী। ঘটনাটি তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত হওয়ায় তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে বলেন কর্তব্যরত অফিসার। তারকেশ্বর থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন আক্রান্ত ব্যক্তি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারকেশ্বর থানার পুলিশ আরামবাগ থানা ও বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার সহযোগিতা নিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে বাঁকুড়ার কোতুলপুর এলাকা থেকে এবং এই কাজে ব্যবহৃত গাড়িটিকে উদ্ধার করে।

শুক্রবার চন্দননগর আদালতে ৬ দুষ্কৃতীকে তোলা হলে মহামান্য আদালত ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। অভিযুক্তরা বেড়াতে যাওয়ার নামে গাড়ি দুটি ভাড়া করেছিল বলে জানিয়েছে ধৃত দুই গাড়ির মালিক। এর আগে বিভিন্ন থানায় ছিনতাই ও ডাকাতির অভিযোগ রযেছে এদের বিরুদ্ধে বলে জানা গেছে।

বিষ খেয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মানসিক অবসাদে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম আসরফ আলি (৭০)। বাড়ি হুগলির খানাকুল থানার পোল গ্রামে। জানা গেছে, রবিবার বিকালে নিজের বাড়িতে কীটনাশক খান তিনি। প্রতিবেশিরা তা বুঝতে পেরে প্রথমে তাঁকে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সোমবার তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

গোঘাটে শিক্ষকদের বিদায়ী সম্বর্ধনা ও ম্যাগাজিন প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ একদিকে স্কুলের দুই শিক্ষকের বিদায়ী সম্বর্ধনা, অপরদিকে স্কুলের ম্যাগাজিন 'দীপশিখা'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল শুক্রবার। হুগলি জেলার গোঘাট থানার সামন্তখণ্ড হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় উচ্চবিদ্যালয়ের মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল এই অনুষ্ঠান। এদিন ছিল স্কুলের প্রধানশিক্ষক নবকুমার মণ্ডল ও তাঁর সহকর্মী শম্ভুনাথ মণ্ডলের বিদায়ী সম্বর্ধনা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট বিধায়ক মানস মজুমদার, ২নং বিডিও অরিজিৎ দাস, সামন্তখণ্ড স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক-অভিভাবিকারা। বিধায়ক বলেন, শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রী তৈরি করার কারিগর হিসেবে কাজ করে থাকেন। তাঁদের সবসময় সম্মান দেওয়া উচিত। ৩০ সেপ্টেম্বর ওই দুই শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেন। বিদায়ী প্রধান শিক্ষক নবকুমার মণ্ডল বলেন, তিনি বাজুয়া স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করি। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ইংরেজিতে অনার্সের পর প্রথম চাকরি জীবন শুরু করি ১৯৮২ সালে মলয়পুর হাইস্কুলে। পরে পুকুরিয়া সুরেশচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ড শিক্ষক হিসাবে যোগদান করি। ১৯৯৬ সালে ১০ সেপ্টেম্বর এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করি। অপর শিক্ষক শম্ভুনাথ মণ্ডল বলেন, সামন্তখণ্ড স্কুলে পড়াশোনা করি।

তারপর বেঙ্গাই অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করি। পরে কামারপুকুর কলেজে ফিজিক্স-এ অনার্স করি। পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর ১৯৮৮ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি এই স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করি।

পুজো নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ শুক্রবার হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে আরামবাগ থানার ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রভবনে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় আরামবাগ থানার বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, এস ডি পি ও কৃশানু রায়, আরামবাগ আই সি শান্তনু মিত্র, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গুণধর খাঁড়া, আরামবাগ বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের সদস্য শিশির সরকার এবং সাংসদের প্রতিনিধি ও এসডিও-র প্রতিনিধিরা। এদিন পুজোর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রিষড়া পুরসভায় নতুন রাস্তা, খুশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া ঃ হুগলির রিষড়া পুরসভা এলাকাকে কয়েক লক্ষাধিক টাকায় নতুন করে সাজিয়ে তুলতে দিন রাত এক করে উন্নয়ন করে চলেছেন হুগলির রিষড়া পুরসভার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র ও উপপ্রধান জাহেদ খান এবং জনপ্রতিনিধিরা। এক সাক্ষাৎকারে রিষড়া পুরসভার পৌরপ্রধান ও উপপ্রধান জানান, পুজোর আগে রিষড়া পুরসভা এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তা থেকে আলো এবং নিকাশি পরিষেবার কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি ঢালাইয়ের রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। এক অত্যাধুনিক রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে যা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম বলে দাবি পৌরসভার পুরপ্রধান ও উপপুরপ্রধানের। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর পুজোর আগে নতুন ঢালাইয়ের রাস্তা পেয়ে রিষড়ার পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের ও ১০ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা থেকে ক্লাবের সদস্যরা এবং দোকানদারেরা বেজায় খুশি। এই রাস্তার কাজ শুরুর প্রসঙ্গে ৭নং ও ১০নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রূপা জসয়াল, নূরজাহান বেগম ও প্রদীপ খান্ডালা জানান, আমরা জন্ম থেকে দেখে আসছি এই রাস্তার খারাপ দশা। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে এই রাস্তা পিচ হয়েছিল। তা কয়েক মাস পর এমন অবস্থায় পরিণত হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বহুবার প্রাক্তন পৌরপ্রধান শঙ্কর সিংহকে বলা হয় রাস্তার তৈরির জন্য। তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। ফলে আমরা একত্রে ৭নং ও ১০ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পৌরসভার বর্তমান পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রর কাছে রাস্তাটি তৈরির জন্য আবেদন জানাই। এই নতুন রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে দেখে এলাকাবাসীরা বেজায় খুশি। আমাদের আর কোনও অসুবিধাই থাকল না। অন্যদিকে ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা বিজেপির নেতা শম্ভু সাউ জানান, এই রাস্তাটা নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে ভালোই লাগছে। এই ঢালাইয়ের রাস্তার বহুদিন টেকসই হবে ও মেরামতির খরচ কম হবে। পৌরসভার রাস্তার মেরামতির খরচ অনেক বাঁচবে। তবে যাইহোক না কেন, আগামী পুজোর মধ্যে যে রিষড়া পুরসভার বাসিন্দারা এক নতুন রাস্তা পাচ্ছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আগামী কয়েক দিন পর ওই রাস্তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে জনসাধারণের পথ চলার সুবিধা করে দেবেন শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে জানিয়েছেন, রিষড়া পুরসভার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র ও উপপুরপ্রধান জাহেদ খান।

মোবাইল না পেয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ মোবাইল নেওয়ার জন্য টাকা জমা দিয়ে সঠিক সময়ে মোবাইল না পাওয়ায় মদ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম নিত্যানন্দ দাস (৩৫)। বাড়ি হুগলির তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত মোহনবাটী গ্রামে। মৃতের মা মমতা দাস জানান, বৃহস্পতিবার ৭ হাজার টাকা মোবাইল কেনার জন্য জমা দেন। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ মোবাইলের দোকানে যান তিনি। দোকানদার পরের দিন মোবাইল দেবে বলে জানায়। তারপরই মদ খেয়ে বড়িতে এসে সাইকেল রেখে বাড়ির পাশে বাঁশবাগানের ভেতরে গিয়ে গলায় দড়ি দেন। রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন তিনি। তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় তারকেশ্বর থানার পুলিশ।

উদ্ধার বিরল প্রজাতির কচ্ছপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ হুগলির ডানকুনি কালিপুর থেকে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার হল শুক্রবার সকালে। ডানকুনি থানার পুলিশ ওই কচ্ছপটিকে উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে। কালীপুরের বাড়ি সংলগ্ন একটি ডোবা থেকে উঠে এসেছে এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। বাড়ির মালকিন শাশ্বতি চক্রবর্তী বলেন, আমাদের বাড়ির পাশে ডোবা বা নর্দমা থেকে উঠে এসেছে এই লুপ্ত প্রায় কচ্ছপ। আমরা তাই পুলিশকে খবর দিই যাতে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিলে প্রাণীটা বাঁচে।

পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম কার্তিক পাল (৩৬)। বাড়ি হুগলির আরামবাগ থানার প্রতাপনগর এলাকায়। তিনি পেশায় চাষি ছিলেন। জানা গেছে, বেশ কয়েকদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। সোমবার দুপুরে কার্তিকবাবু বাড়ি থেকে জমি দেখাশোনার জন্য গিয়েছিলেন। ফিরে এসে রাতে খাবার পর কার্তিকবাবুর মুখ থেকে ফেনা বের হতে দেখতে পান তাঁর মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তাঁর মাকে জানান। তারপর পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নারায়ণপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ওই দিন রাতেই তাঁকে আরামবাগের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গেছে, স্ত্রী ছাড়াও এক ছেলে ও এক মেয়ে বর্তমান।

বিজেপির নতুন মণ্ডল সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার মণ্ডল সভাপতিদের নাম। এবিষয়ে জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ জানান, ৭টি মণ্ডলে সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমান পরিবর্তিত ৭টি মণ্ডলের সভাপতিদের তালিকা নিচে তুলে ধরা হল। ২৭নং জেডপি— ভবেন দাস, ২৮নং জেডপি— অভিজিৎ মিশ্র, ৩৮নং জেডপি–- হেমন্ত বাগ, ৪২ নং জেডপি–-বিশ্বজিৎ দাস, ৪৪নং জেডপি— শশাঙ্ক বাগ, ৪৬নং জেডপি— শিশির রায়, ৪৭নং জেডপি— বংশীধর কোটাল।

গোঘাটে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতার র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট থানার কুমুড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শুক্রবার এক ডেঙ্গু সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকাতে মশাবাহিত রোগ যাতে বংশবিস্তার না করে তার জন্য ব্লিচিং পাউডার, মশা মারার তেল স্প্রে করা হয়। এই সচেতনতার র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ১নং বিডিও অনন্যা ঘোষ, গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, কুমুড়সা প্রধান উত্তম মুদি, উপপ্রধান অরুণাংশু চ্যাটার্জী, আশীকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী, স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মীবৃন্দ, অঞ্চল সভাপতি ও পঞ্চায়েতের সদস্যরা। এই র‍্যালি পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রামে এই সচেতনতা অভিযান চালায়।

চন্দননগরে পুলিশের অত্যাধুনিক মোটর বাইক

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে এবার থেকে চলবে অত্যাধুনিক মোটর বাইক। যা দুর্ঘটনা স্থলে দ্রুত পৌঁছাতে পারবে। তারই এক মহড়া হয়ে গেল ডানকুনি চৌমাথায়। এই মোটরবাইকগুলিতে থাকছে বিশেষ আলো, সাইরেন এবং ওয়ারলেস। দুর্গাপুজো থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোয় এই মোটর বাইকগুলো যে কোনও দুর্ঘটনা বা ট্রাফিক ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা দেখাশোনা করবে বলে জানা গেছে।

আরামবাগে তিন নাবালিকাকে যৌননির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ একটি রঙিন অ্যাকোয়ারিয়াম। আর তার লোভেই যৌন হেনস্থার স্বীকার হতে হল দ্বিতীয় শ্রেণির তিন ছাত্রীকে। শুক্রবার বিকালে এমনই অভিযোগ উঠেছে হুগলির আরামবাগ শহরের দৌলতপুর এলাকায়। এই কাণ্ডের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে চলে এলোপাথারি মারধর। সূত্রের খবর, দৌলতপুরের প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির চার ছাত্রী স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল। সাড়ে তিনটে নাগাদ বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় একটি দোকানে অ্যাকোয়ারিয়াম দেখতে তিনজন দোকানে ঢোকে। অভিযোগ, তখন দোকানে উপস্থিত ছিল দোকানের মালিক সন্তোষ পাল। তার সঙ্গে ছিল কাশীনাথ পাল। অভিযোগ, ওই নাবালিকা ছাত্রীদের যৌন হেনস্থার পাশাপাশি তাদের নাকি ভিডিও তোলাও হয়। বাইরে অপেক্ষারত অপর ছাত্রীটি প্রায় এক ঘন্টা পর এক টোটোচালককে ডেকে ঘটনাটি বলে। তৎক্ষণাৎ ওই টোটোচালক দোকানে ঢুকে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে হাতে পাশে সন্তোষ পালকে পেয়ে তাকে ধরে ফেললেও কাশীনাথ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পাশ্ববর্তী লোকজন ছুটে এসে এহেন অপকর্মের দায়ে সন্তোষকে উচিৎ শিক্ষা দিতে মারধর শুরু করে। ঘটনার খবর যায় আরামবাগ থানাতেও। পুলিশ এসে সন্তোষকে আটক করলেও পলাতক কাশীনাথ। এরপর নাবালিকা ছাত্রীদের পরিবারের তরফ থেকে আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অপরাধ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ প্রশমিত হয়।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত নবগ্রাম বড়বহেরায়। ওই এলাকার একটি পুকুরে এলাকাবাসীরা চল্লিশোর্ধ এ ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখেন। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। তবে এটি নিছকই দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ সেই নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ, পাশাপাশি মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

লোনের টাকা ফেরত না দিতে পেরে আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ লোনের টাকা ফেরত দিতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল এক গৃহবধূ। গৃহবধূর নাম লক্ষী সাঁতরা (৪৭)। বাড়ি হুগলির তারকেশ্বর পুরসভার ১নং ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ পল্লীতে। শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে গলায় দড়ি দেন। পরিবারের সদস্যরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি বাড়ির কাছেই তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতার ছেলে সৌমেন সাঁতরা বলেন, বন্ধন ব্যাঙ্কের গোষ্ঠী ভিত্তিক যে লোন দেওয়া হয় তার থেকে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন। প্রতি শুক্রবার ওই টাকার কিস্তি জমা দেওয়া হয় ব্যাঙ্কের কর্মীদের হাতে। এদিন ওই লোনের কিস্তির টাকা শোধ করার দিন ছিল। টাকা জোগাড়ের জন্য বহু জায়গায় চেষ্টা করেন। অবশেষে টাকা জোগাড় না করতে পেরে ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ।

সিভিক ভলেনটিয়ারের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ শুক্রবার এক সিভিক ভলেনটিয়ারের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুললেন সেখ সাইফুল খান। তিনি পেশায় বাসচালক। তিনি জানান, শুক্রবার সকালে যখন তিনি গৌরহাটী মোড়ের একটি পেট্রোল পাম্প থেকে তেল ভরে কোতুলপুরের দিকে বাস নিয়ে যাচ্ছিলেন। গৌরহাটী মোড়ের কাছে ট্রাফিক সিগন্যালটি না মেনে বাস নিয়ে যাওয়ার সময় কর্মরত সিভিক ভলেনটিয়ার তাঁর বাসে লাঠি দিয়ে মারার পাশাপাশি বাসের লুকিং গ্লাস এবং সেখ সাইফুল খানকে মারধর করে বলে অভিযোগ। সাইফুলবাবু জানান, যখন ওই সিভিক ভলেনটিয়ার বাসের লুকিং গ্লাসটি লাঠি দিয়ে মারে সেই সময় লুকিং গ্লাসটির কাচ তাঁর চোখেমুখে ঢুকে যায়। তারপর এলাকার লোক তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।

ফের এটিএম প্রতারণার শিকার কোন্নগরের মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ আবার এটিএম প্রতারণার ঘটনা ঘটল হুগলিতে। এবারে ঘটনাস্থল উত্তরপাড়া থানার কোন্নগর। কোন্নগর বাসাই অটোস্ট্যান্ডের বাসিন্দা রিঙ্কু চক্রবর্তীর ব্যাঙ্ক অফ বারোদার বাসাই শাখায় অ্যাকাউন্ট রয়েছে। বৃহস্পতিবার গৃহবধূ রিঙ্কুদেবীর পাশবই আপডেট করতে গিয়ে চোখ চড়কগাছ। তিনি দেখেন, দিন কয়েক আগেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে কেউ ১০ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে। যা তোলা হয়েছে এটিএমের মাধ্যমে। কিন্তু এটিএম কার্ড তো তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ কার্ড নম্বর জানে না। তবে কি করে সম্ভব হল? এই প্রশ্নই রিঙ্কুদেবীর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। পরে তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি কোনওভাবে এটিএম প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পরে তিনি এবিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এইভাবে বার বার একই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এলাকার বাসিন্দারা জানান, উত্তরপাড়া থানার আই সি ও কোন্নগর বিট হাউসের অফিসার ইনচার্জের বিরুদ্ধে আমরা এলাকার বাসিন্দারা বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচী পালন করব। এর পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে চিঠি দেওয়া হবে।

জুট মিল খোলার দাবিতে বিক্ষোভ ও অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ গোন্দলপাড়া জুটমিল খোলার দাবিতে শুক্রবার সকালে হুগলির চন্দননগর জ্যোতির মোড়ে বিক্ষোভ ও জিটি রোড অবরোধ করল এগারোটা শ্রমিক সংগঠন নেতৃবৃন্দ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও। প্রায় একঘন্টার মতো অবরোধ থাকার পর পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। এরপর বিক্ষোভকারীরা চন্দননগর এসডিও অফিসের সামনে একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে এখানেও পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, পুজোর আগেই জুট মিল খুলতে হবে। তা না হলে বড়সড় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/ মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।